যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিপদ

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ইতিমধ্যেই পরীক্ষার্থীরা শেষ প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তবে অভিভাবক মহল চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই ভেবে— ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি বা জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছিল, তা এ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও উঠবে কি না! এমনটি ঘটলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি রেখে কোথায় প্রশ্ন পাওয়া যাবে তা খুঁজতে সময় নষ্ট করবে— তা বলাইবাহুল্য। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস তো দূরের কথা, স্যারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দাগিয়ে আনতেও ভয় পেতাম। আর এখন অনেকেই ফোন করে জিজ্ঞেস করে— ভাই, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে না কি? ঐ প্রশ্ন যেমন ছাত্রছাত্রীরা করে, তেমনি একশ্রেণীর অভিভাবকও করে থাকেন। বস্তুত সবাই চায়, তার নিজের সন্তান যেন ভালো ফলাফল করে। কিন্তু নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে এ প্রক্রিয়ায় ভালো ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য কতটা মঙ্গলজনক হবে— এটা চিন্তা করা জরুরি। অবশ্য যারা এ ধরনের অশুভ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তারা শুধু জেএসসি বা এসএসসি নয়, বরং চাকরির পরীক্ষাগুলোয়ও একই ধারা অব্যাহত রাখে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোনো জাতির মেধা ধ্বংস করার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেয়ে ভালো পদ্ধতি আর কী হতে পারে? জানি না এর পেছনে কারা জড়িত, কেন তারা আমাদের আগামী প্রজন্মকে পঙ্গু করতে এভাবে মাঠে নেমেছে! একটা ঘটনা বলি। আমার স্কুলে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রীটি জেএসসি পরীক্ষা চলাকালীন একদিন মুখ কালো করে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি ওকে মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে কেঁদে ফেলল। ও যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে— ওর চেয়ে দুর্বল অনেকেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, কাজেই পরীক্ষার ফলাফল ওর চেয়ে তাদেরটা ভালো হবে। আমি ওকে বোঝালাম, প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। এসব গুজব, তুমি তোমার মতো পড়ালেখা চালিয়ে যাও। ও চলে গেল, তবে খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না।

আমি জানি, ছাত্রীটির মন থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের আতংক মুছে ফেলা কঠিন হবে। এসব ছেলেমেয়ের জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। এতদিন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কোথাও না কোথাও প্রশ্ন ফাঁস হবেই— এ ধারণায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে স্কুল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হবে— এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর। জাতিকে এভাবে মেধাশূন্য করার পেছনে যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে, দ্রুত তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় ছাত্রছাত্রী থাকবে, শিক্ষক থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে, তবে লেখাপড়া করার বা করানোর খুব বেশি দরকার হবে না। এরকম কিছু হলে বিপদের শেষ থাকবে না।

অলোক কুমার আচার্য্য
সহকারী শিক্ষক, বেড়া, পাবনা